144

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 DF 1998
পৃষ্ঠা 22 কলাম 8

ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রীদের প্রতিবাদী মানব বন্ধন

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ সত্য প্রমাণ না হলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের সকল অভিযোগ তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে মানহানী মামলা দায়ের করা হবে। গতকাল (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের সকল তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশসহ অভিযুক্ত শিক্ষকদের শাস্তি প্রদানের দাবীতে কিছুসংখ্যক ছাত্রী গতকাল ক্যাম্পাসে মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করে। ছাত্রীরা ডাকসু ভবন থেকে কলাভবনের সামনে হাতে হাত ধরে মানব বন্ধন তৈরী করে। বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মানব বন্ধন চলাকালে ছাত্রীরা বিভিন্ন ফেস্টুনে লিখে ক্লাসে শিক্ষকদের অশালীন বক্তব্যদান বন্ধ করা এবং যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো ভয়হীন পরিবেশ সৃষ্টির দাবী জানায়। ছাত্রীরা আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) ভিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রীর সহায়তায় বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর ছাত্রী কর্মীদের পরিচালিত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ভিসি গতকাল ছাত্র নেতাদের সাথে পরিবেশ পরিষদের সভায় মিলিত হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মঞ্জুর এলাহী, ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন, ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া, ছাত্র ইউনিয়নের হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, ছাত্র ফ্রন্টের নূরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রক্টর প্রফেসর নূরুন্নবী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগ সরাসরি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে করতে হবে।

অভিযোগকারীর নাম গোপন রাখা হবে। তবে তদন্তকারীরা প্রয়োজনে অভিযোগকারীর সাথে কথা বলবে।

অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে, যাতে করে ঢালাও অভিযোগ দায়ের না হয়।